তারিখ 11 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

সেমিনার ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন

একক পাঠ্যবই চালু রেখে স্কুলগুলোকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে

—অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ আহছানিয়া মিশন কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে একটি মাত্র পাঠ্যবই চালু রেখে স্কুলগুলোকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট কারিকুলামের আওতায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত একাধিক পাঠ্যবই বাজারে চালু থাকা উচিত বলে তিনি মতামত দেন।

শুক্রবার সকালে ধানমণ্ডি ঢাকা আহছানিয়া মিশন কার্যালয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন' শীর্ষক এ সেমিনারে মূল দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম ও শিক্ষা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মুহম্মদ তোজাম্মেল হোসেন। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। সেমিনারে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও সাংবাদিকরা বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, 'এনসিটিবি'র বই ছাপানো ও বাজারজাত করার দায়িত্ব নেয়া উচিত নয়। একটি কারিকুলাম বোর্ড একটি নির্দিষ্ট কারিকুলামের গাইড লাইন দিতে পারে। এর আলোকে বিশেষজ্ঞরা একাধিক পাঠ্যবই বাজারে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীরা পছন্দমতো বই সংগ্রহ করবে। এর ফলে বাজারে বই-এর সঙ্কটও হবে না এবং একাধিক মানসম্মত পাঠ্যবই পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট একটি পাঠ্যবই হচ্ছে স্কুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার। এ থেকে স্কুলগুলোকে মুক্ত করা উচিত।' তিনি আরও বলেন, এনসিটিবিতে সরকারিভাবে যারা পোস্টিং পায় তাদের মাধ্যমে উপযুক্ত ও উন্নত পাঠ্যবই রচনা সম্ভব নয়, বিগত দিনে তারা উন্নত বই দিতে পারেনি। বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী নন এমন ব্যক্তিরাই এখানে পাঠ্যপুস্তক রচনা করছেন।

তিনি আরও বলেন, 'দেশে বর্তমান ব্যবস্থায় আমলাদের কাছে শিক্ষকরা জবাবদিহি করছেন। এর ফলে ছাত্র ও অভিভাবকদের প্রতি শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা কমে যাচ্ছে। এ কারণে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষকদের আমলাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে সামাজিক দায়বদ্ধতার কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে। সামাজিকভাবেই শিক্ষকের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে, আমলাদের মাধ্যমে নয়। তিনি রাজনৈতিক প্রভাব থেকেও শিক্ষকদের মুক্ত রাখার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এমনকি শিক্ষকরাও অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পেলে শিক্ষকতার আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবিতে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক অফিসাররাই তার প্রমাণ।' তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা প্রদান এবং মেধাবীদের এ স্তরে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ দেয়ারও পরামর্শ দেন।

মূল প্রবন্ধ দু'টিতে শিক্ষার মান উন্নয়নকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কারিকুলাম বোর্ড ও শিক্ষক নিয়োগের জন্য আলাদা কর্মকমিশনের প্রস্তাব দেয়া হয়।